দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... NOV. 0 1

পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৬

শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার

শিক্ষা ব্যবস্থা পরিবর্তন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই বিভিন্ন মহলে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। আগেরটা বাতিল করে নতুন একটা শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য কমিশন গঠনের সরকারী সিদ্ধান্তের কথাও ইতোমধ্যে জানা গেছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যা নিয়ে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষাবিদসহ অনেকেই অনেক ভাল ভাল প্রস্তাব দিচ্ছেন। প্রকৃতপক্ষে গত ত্রিশ বছরে ছ'টি শিক্ষা কমিশন গঠন হলেও শিক্ষা পদ্ধতির ক্ষেত্রে বিশেষ কোন পরিবর্তন আসেনি। কারণ এ কমিশনগুলোর মধ্যে মাত্র একটি রিপোর্ট দিয়েছিল ১৯৭২ সালে, আর একটির রিপোর্ট এড়িয়ে বিগত সরকার তৈরি করেছিল শিক্ষানীতি ২০০০, কিন্তু তার বাস্তবায়ন বলতে কিছুই হয়নি। এখন এক বছর বয়সী জোট সরকার নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করে আর একটি শিক্ষানীতি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেয়ায় শিক্ষা ব্যবস্থার আধুনিকায়নের নানা প্রস্তাবনা আসছে। নকল রোধ, শিক্ষকদের শিক্ষাদান পদ্ধতি বদলানো, শিক্ষাঙ্গনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ, ইংরেজী শিক্ষার দুরবস্থা দূর করা- এসব নিয়ে বেশ আলোচনা হচ্ছে।

গত মঙ্গলবার সরকারের এক বছর পূর্তি উপলক্ষেই আয়োজিত হয়েছে 'শিক্ষা ব্যবস্থায় উন্নয়ন ও সংস্কারের এক বছর' শীর্ষক একটি আলোচনাসভা। এতে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, বেসরকারী শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য সরকার শিক্ষক নির্বাচন পদ্ধতি সংস্কার করার চিন্তা করছে। এছাড়া ছাত্র-শিক্ষকদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতি এবং পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আগে টেস্ট পরীক্ষায় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার বিষয়ে সতর্কভাবে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানানো হয়েছে।

গত এক বছরে শিক্ষা ব্যবস্থা সংস্কারে সরকারের বেশ কিছু পরিকল্পনার কথা জানা গেছে, তবে যে দু'টি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার একটি হচ্ছে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের খবরদারি রোধ করা এবং অন্যটি হচ্ছে শিক্ষকদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উপস্থিতির সময়সীমা বেঁধে দেয়া। এছাড়া শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি, কোচিং সেন্টার পরিচালনা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করার পরিকল্পনার কথাও মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। মঙ্গলবারের আলোচনাসভাতেও শিক্ষা ক্ষেত্রে বিরাজমান বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান ব্যক্তিদের অনেকেই অভিযোগ করেছেন ভর্তি মৌসুমে মন্ত্রীদের তদ্বির করা নিয়ে। ইংরেজী শিক্ষার দৈন্যের চিত্রও তুলে ধরা হয় সভায়। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যটি দেয়া হয়েছে সেটা হলো শিক্ষার সর্বস্তরে সেমিস্টার পদ্ধতির প্রচলন এবং তিন বছর পর পর পাঠক্রম সংস্কার করা হবে। শ্রেণী কক্ষেই পাঠদান ও পাঠ নেয়ার ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথাও বলা হয়েছে। এ প্রস্তাবনাগুলো আধুনিক এতে সন্দেহ নেই, বাস্তবায়ন যদি করা যায় তাহলে শিক্ষা ব্যবস্থার চেহারাই বদলে যাবে কিন্তু অর্থগৃধ্নুতা, দুর্নীতি এবং অনিয়মের যে প্রাবল্য শিক্ষা ক্ষেত্রে লেগেছে তা দূর করেই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করতে হবে। না হলে শুধু আলোচনা করে কোন কাজ হবে না। বিশেষ করে শিক্ষার সকল পর্যায়ে সেমিস্টার পদ্ধতি চালু করা এবং তিন বছর পর পর পাঠক্রম পরিবর্তন তথা যুগোপযোগী করতে হলে শিক্ষকদের মানোন্নয়ন এবং মন্ত্রণালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরও বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উন্নয়নও করতে হবে। ভাল একটি ব্যবস্থা চালু রাখতে গেলে বর্তমান ধারায় আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ রয়েছে সর্বস্তরে। রাজনীতির প্রভাব, অবৈধ অর্থ, অনিয়ম ইত্যাদি জেঁকে বসে আছে। প্রকাশিত এক খবরে জানা গেছে, রাজশাহীর একটি ডিগ্রী কলেজের এক শ' পরীক্ষার্থীর আটানব্বই জনই পাস করেছে খাতা বদল করে। এমনিতে নকলবাজি তো আছেই তার ওপর এ ধরনের অনিয়ম থেকে বোঝা যাচ্ছে দুর্নীতির শিকড় কত গভীরে প্রবেশ করেছে। এসব কারণেই প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি, পরীক্ষা পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের গুণগত মান উন্নত করতে পারছে না। দেশের সকলেই চায়, শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কার ও উন্নয়ন হোক কিন্তু শুধু উন্নত প্রস্তাবনার পর্যায়েই সবকিছু থেকে গেলে চলবে না। দ্রুত করে দেখাতে পারলেই সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের দক্ষতা প্রমাণিত হবে।